**ফৌজদারি আপিল নং ৯৮২/২০২৩**

**২০২৩-এর ৯৮২ নম্বর ফৌজদারি আপীল (ক্রমিক সংখ্যা ৮১২৮/২০১৬)**

**মেসার্স শ্রী মহাবীর এজেন্সি এবং অপর আরেকজন দরখাস্তকারী**

**বনাম**

**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অপর আরেকজন প্রতিবাদীগন**

# রায়

**রাজেশ বিন্দল, জে.**

১. ১৯৫৪ সালের খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইনের ১৬ (১) (এ) (আই) ধারা এবং ৭ নম্বর ধারার (সংক্ষেপে 'আইন') আওতায় দায়ের করা একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে অভিযুক্ত করা হয়।কলিকাতার সিনিয়র মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট একে দোষী সাব্যস্ত করে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেন।আপিলে, কলিকাতার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ২৬ জুন ২০০৯ তারিখে ফৌজদারি আপীল নং ১০৬/২০০৭-এর রায় অনুযায়ী আবেদনকারীর দোষী সাব্যস্ত ও সাজা বহাল রাখেন।এই নির্দেশকে কলিকাতা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করে সি আর আর নং ৬৪/২০১৪-তে একটি রিভিশন পিটিশন দাখিল করা হয়, যা ০৮. ০৬. ২০১৬ তারিখে খারিজ হয়ে যায়।ওই রায়ের বিরুদ্ধে এই আদালতে আপিল করা হয়েছে।

২. আবেদনকারীর আইনজীবী একটি আইনি যুক্তি তুলে ধরেন এবং বলেন যে আবেদনকারী নিছক একজন বিক্রেতা যিনি মেসার্স কোঠারি পাউচেস লিমিটেডের কাছ থেকে পান পরাগ নামে খাদ্য সামগ্রী সীলমোহরকৃত অবস্থায় কিনেছেন এবং গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করেছেন।এই আইনের ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী, আবেদনকারীদের বিক্রিত পণ্যের গুণমান এবং প্রকৃতি সম্পর্কে প্রস্তুতকারক সংস্থাটি ওয়ারেন্টি দিয়েছে।এটি একটি বিলের আকারে ছিল যার ওয়ারেন্টির সাথে সম্পর্কিত একটি নির্দিষ্ট নোট ছিল।এই আইনের ১৯ (২) ধারার আওতায় আবেদনকারীকে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে যা আইনের অধীনে প্রসিকিউশনে পাওয়া যেতে পারে এমন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে। নীচের আদালতগুলি পূর্বোক্ত আইনি যুক্তি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং দোষী সাব্যস্ত করেছে।

৩. অন্যদিকে, প্রতিবাদীগণের হয়ে বিজ্ঞ কৌঁসুলি বলেন যে, এই মামলায় প্যান-মসলার নমুনা, জার নাম "প্যান-পরাগ", আবেদনকারীর কাছ থেকে পান-মসলার ক্রেতা চন্দ আগরওয়ালের ব্যবসায়িক প্রাঙ্গণ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।প্রথমে চন্দা আগরওয়াল এবং বিনোদ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।তবে, তাদের দায়ের করা একটি আবেদনের ভিত্তিতে, আবেদনকারীকে অভিযুক্ত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কারণ তারা আবেদনকারীর কাছ থেকে ক্রয়ের বিল দেখিয়েছিল।শুধুমাত্র আপীলকারীকে উক্ত বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল কারণ চন্দা আগরওয়াল এবং বিনোদ আগরওয়ালকে আইনের ১৯ (২) ধারার আওতায় সুরক্ষার সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।কলিকাতা পুরসভার জন-বিশ্লেষক এবং

মহীশূরের সিএফটিআরআই-এর সেন্ট্রাল ফুড ল্যাবরেটরির পক্ষ থেকে আবেদনকারীর আবেদনের ভিত্তিতে দু'বার পান মশলার নমুনা পরীক্ষা করা হয়।প্রতিবারই এই নমুনা আইন ও বিধিমালার অধীনে' পান মশালা 'র জন্য নির্ধারিত মানদণ্ডের সাথে মেলে নি এবং পরীক্ষাগুলি ব্যর্থ হয়।সুতরাং, অপরাধটি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৪. আরও জানানো হয় যে, শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত কারণে আবেদনকারীকে ছাড় দেওয়া যাবে না।প্রস্তুতকারক বা বণ্টনকারিকে নির্ধারিত ফর্মে একটি ওয়ারেন্টি দিতে হবে।এক্ষেত্রে, আবেদনকারীর দ্বারা প্রকাসিত কোনও ওয়ারেন্টি নেই।নীচের সমস্ত আদালত দ্বারা নথিভুক্ত তথ্যের সমসাময়িক ফলাফল রয়েছে।আরেকটি যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে যে আবেদনকারীকে বিক্রেতা বলা যাবে না।হস্তক্ষেপের জন্য কোন মামলা করা হয় না.

৫. প্রতিবাদীগণের হয়ে বিজ্ঞ কৌঁসুলির দ্বারা উত্থাপিত যুক্তির জবাবে আবেদনকারীর হয়ে বিজ্ঞ কৌঁসুলি মঙ্গলদাস রাঘবজি রুপারেল এবং অন্যান্য বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য  মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়কে উল্লেখ করে বলেন, যদিও এই আইনে 'বিক্রেতা' শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, তবে, এর অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করেছেন, যা ভেজাল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

৬. পক্ষগুলিদের হয়ে কৌঁসুলিদের পরামর্শগুলি শুনেছি এবং প্রাসঙ্গিক রেফারেন্স রেকর্ড পর্যালোচনা করেছি।পক্ষগুলিদের হয়ে বিজ্ঞ  কৌঁসুলিদের দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিগুলি উপলব্ধি করার জন্য, আইনের ১৪ এবং ১৯ নং ধারার বিধানগুলির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে।একই কথা নিম্নে বলা হলোঃ

"১৪. প্রস্তুতকারক, **বিতরণকারী এবং ডিলারদের ওয়ারেন্টি দিতে হবে। কোন** খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুতকারক বা বিতরণকারী বা ডিলার কোন বিক্রেতার নিকট উক্তরূপ পণ্য বিক্রয় করতে পারবেন না, যদি না তিনি উক্ত পণ্যের প্রকৃতি ও গুণমান সম্পর্কে নির্ধারিত ফরমে লিখিত ওয়ারেন্টি প্রদান করেন:

৭ . তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রস্তুতকারক বা বিতরণকারী বা ডিলার দেওয়া খাদ্যদ্রব্যের বিক্রয়ের বিল, নগদ স্মারক বা চালান এই ধারার আওতায় ঐ প্রস্তুতকারক বা বিতরণকারী বা ডিলার এর দেওয়া ওয়ারেন্টি বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা."এই ধারায়, ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) এবং ধারা ২০ (ক) এ," "বিতরণকারী" "অভিব্যক্তিতে কমিশন এজেন্ট অন্তর্ভুক্ত হবে।"

"১৯. এই **আইনের অধীন বিচারকার্যে প্রতিরক্ষা, যা অনুমোদিত হতে পারে বা নাও হতে পারে. -((১) কোনো** ভেজাল বা ভুল ব্র্যান্ডের খাদ্যের পণ্য বিক্রির অপরাধের জন্য প্রসিকিউশনে কোনো প্রতিরক্ষা হবে না শুধুমাত্র এই অভিযোগ করা যে, বিক্রেতা তার দ্বারা বিক্রিত খাদ্যের প্রকৃতি, উপাদান বা গুণমান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না অথবা বিশ্লেষণের জন্য যে কোন পণ্য ক্রয় করেছেন তা বিক্রয়ের দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট ছিল না।

(২) কোন বিক্রেতা ভেজাল বা ভুল ব্র্যান্ডের খাদ্য বিক্রয় সংক্রান্ত কোন অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে না, যদি তিনি প্রমাণ করতে পারেন

(ক) তিনি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেছেন

(১) যে ক্ষেত্রে লাইসেন্স বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত, যথাযথ লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রস্তুতকারক, বিতরণকারী বা ডিলারের নিকট হতে.

(২) অন্য যে কোন ক্ষেত্রে, নির্ধারিত ফরমে লিখিত ওয়ারেন্টি সহ কোন প্রস্তুতকারক বা বিতরণকারী বা ডিলার নিকট হতে; এবং

(খ) তার দখলে থাকা অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং যে অবস্থায় তিনি তা ক্রয় করেছিলেন সেই একই অবস্থায় তিনি তা বিক্রি করেছিলেন.

(৩) যে কোনো ব্যক্তি যার দ্বারা ধারা ১৪ তে উল্লেখিত ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তিনি শুনানিতে উপস্থিত থাকা এবং সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকারী হবেন।৯৯

৮. আইনের ১৪ নম্বর ধারার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, প্রস্তুতকারক বা বিতরণকারী বা ডিলারদের জন্য কোনও পণ্য বিক্রেতার কাছে বিক্রি করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যদি না তারা লিখিতভাবে এই ধরনের পণ্যের প্রকৃতি এবং গুণমান সম্পর্কে বিক্রেতাকে কোনও ওয়ারেন্টি দেয়।১৯৫৫ সালের খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইনের ১২ (ক) ধারায় ওয়ারেন্টি প্রদানের পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।এটি নিম্নরূপ:

৯. ১২এ ওয়ারেন্টি।প্রত্যেক উৎপাদক, বিতরণকারী বা বিক্রেতাকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রির সময় পৃথকভাবে অথবা বিল, ক্যাশ মেমো বা লেবেলের মাধ্যমে ফর্ম ভিআইএ-তে ওয়ারেন্টি দিতে হবে।

এই আইনের ১৪ নম্বর ধারার শর্তানুযায়ী, কোনও উৎপাদক, বিতরণকারী বা বিক্রেতার দেওয়া কোনও খাদ্যদ্রব্য বিক্রির বিল, নগদ স্মারক বা ইনভয়েস ঐ ধরনের উৎপাদক, বিতরণকারী বা বিক্রেতার দেওয়া ওয়ারেন্টি বলে গণ্য হবে।

১০. আইনের ১২ এ-তে উল্লিখিত ফর্ম ভিআইএ-তে উৎপাদক, বিতরণকারী বা বিক্রেতা কর্তৃক সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্য বিক্রির ওয়ারেন্টির বিবরণ রয়েছে।সেই কথন নিম্নে বলা হলোঃ

[ফর্ম ভিআইএ
(দেখুন বিধি ১২ ক)
ওয়ারেন্টি ফর্ম

ইনভয়েস নম্বর

স্থান...

ফর্ম

তারিখ...

যাকে প্রেরিত হল

| বিক্রয়ের তারিখ | আর্টিকেল/ব্র্যান্ডের নাম, যদি থাকে, তার প্রকৃতি ও গুণমান | ব্যাচ নম্বর বা কোড নম্বর | পরিমাণ | মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |

আমি/আমরা এতদ্দ্বারা প্রত্যয়িত করছি যে, এই চালানে উল্লিখিত খাদ্য/খাদ্যদ্রব্য/খাদ্যদ্রব্য যেইরূপ বলে মনে এবং হয়/সেইরূপ প্রকৃতির ও গুণমানের।

উৎপাদনকারীর স্বাক্ষর,

ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার

নাম এবং ঠিকানা

উৎপাদক/প্যাকার লাইসেন্স নং.....

(প্যাক করা সামগ্রীর ক্ষেত্রে)।(যেখানে প্রযোজ্য)]

১১. ১৪ নম্বর ধারা, ১২ এ এবং ফর্ম ভিআইএ-র যৌথ পাঠে বলা হয়েছে, কোনও উৎপাদক বা বিক্রেতা বা ডিলার এই জাতীয় পণ্য কোনও বিক্রেতার কাছে বিক্রি করতে পারবেন না, যদি না তিনি এই জাতীয় পণ্যের প্রকৃতি এবং গুণমান সম্পর্কে লিখিত আকারে ওয়ারেন্টি না দেন।নিয়মাবলীর ১২ (ক) ধারায় ওয়ারেন্টি প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।১৪ নম্বর ধারার শর্তানুযায়ী, উৎপাদক, বিতরণকারী বা ডিলারের দেওয়া কোনও পণ্য বিক্রির বিল, নগদ মেমো বা ইনভয়েসও ঐ ধরনের উৎপাদক, বিতরণকারী বা ডিলারের দেওয়া ওয়ারেন্টি বলে গণ্য হবে।ফর্ম VIএ-তে ওয়ারেন্টির টেক্সট দেওয়া আছে।

১২. প্রদর্শ সি/অ্যানেক্সচার পি-১, অর্থাৎ ১২. ০৮. ১৯৯৯ তারিখের ইনভয়েস নম্বর ১৩৭৭, যার মাধ্যমে আবেদনকারী মেসার্স কোঠারি পাউচেস লিমিটেডের কাছ থেকে প্যান মসালা কিনেছিলেন, তা নথিভুক্ত রয়েছে।এতে শংসাপত্র রয়েছে।১. আমরা এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই চালানে উল্লিখিত পণ্যগুলি প্রকৃতি এবং গুণগতমানের আছে যা হওয়া উচিত।'পান মসালা' র প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত শংসাপত্রের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে এটি আইনের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল।

১৩. আইনের ধারা ১৯ (২) আইনের অধীনে একজন বিক্রেতার কাছে উপলব্ধ প্রতিরক্ষার বিধান করেএই আইনের ১৯ (২) (ক) ধারার ২ নম্বর উপ-ধারায় বলা হয়েছে, কোনও বিক্রেতা ভেজাল বা ভুল ব্র্যান্ডের খাদ্য সামগ্রী বিক্রির ক্ষেত্রে অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন না, যদি তিনি প্রমাণ করেন যে, তিনি নির্ধারিত ফরমে কোনও উৎপাদক, বিতরণকারী বা ডিলারের কাছ থেকে লিখিত

ওয়ারেন্টি নিয়ে খাদ্য সামগ্রী কিনেছেন।এই আইনের ১৯ (২) ধারা অনুযায়ী আবেদনকারীর পক্ষে বৈধ প্রতিরক্ষা ছিল, কারণ তাঁর প্যাকেটজাত পণ্য পান পরাগ বিক্রির ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে লিখিত ওয়ারেন্টি ছিল।

১৪. আইন বা বিধিতে 'বিক্রেতা' শব্দটির কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি।মঙ্গলদাস রাঘবজি রুপারেল-এর মামলায় (সুপ্রা), 'বিক্রেতা' শব্দটির অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যিনি খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করেছেন, যা ভেজাল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।বেঞ্চ জানিয়েছেঃ

এই আইনে 'বিক্রেতা' শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া না হলেও, যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে, তাকে 'বিক্রেতা' বলা যেতে পারে।

১৫. এই মামলায়, আপীলকারী সেই ব্যক্তি যিনি প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে পণ্যটি কেনার পরে সেই চালানের মাধ্যমে বিক্রি করেছিলেন যাতে আইনের অধীনে নির্ধারিত ওয়ারেন্টি রয়েছে।তাই, এই আইনের ১৯ (২) (এ) ধারার আওতায় তাঁর সুরক্ষা ছিল।

১৬. এই আইনের ২০ (ক) ধারায় চলাকালীন অভিযোগের প্রেক্ষিতে উৎপাদক, বিতরক বা ডিলারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সংস্থান থাকলেও শুনানির সময় এ ধরনের কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়নি।

১৭. উপরোক্ত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আপীলটি মঞ্জুর করা হয়েছে।হাইকোর্টের রায় ও চূড়ান্ত আদেশ বাতিল করা হল।আবেদনকারীর জামিনের বন্ড খালাস করা হয়েছে।

**.....জে**

**[অভয় এস.ওকা]**

**.....জে**
**[রাজেশ বিন্দল]**

নতুন দিল্লি
২০২৩ সালের ১৭ই এপ্রিল
//এনআর//

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.